আল্লাহ্‌র পথে খরচ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আল্লাহর পথে খরচ

সূচীপত্র

১।	ভূমিকা	৫
২।	মাল দুই প্রকার	৮
৩।	মুত্তাকী আল্লাহর পথে খরচ করে	৯
৪।	আল্লাহর পথে উৎকৃষ্ট অংশ খরচ কর	৯
৫।	খরচ করার ফজিলত	১০
৬।	দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতে খরচ সবচেয়ে বেশি সওয়াব	১১
৭।	জিহাদে জড়িত থেকে খরচ করলে সাত লক্ষ সওয়াব	১২
৮।	দাতা জান্নাতের কাছে ও জাহান্নাম থেকে দূরে	১২
৯।	সর্বোত্তম দান ও সর্বোত্তম মুদ্রা	১৩
১০।	দ্বীন বিজয়ের আগে ও পরে খরচ	১৫
১১।	লড়াইয়ের জন্য সদা প্রস্তুত	১৫
১২।	মুজাহিদের সরঞ্জাম ও পরিবারের খোঁজ খবর নেয়া	১৬
১৩।	মুজাহিদের ঘোড়ার গোবরও কিয়ামতে ওজন হবে	১৭
১৪।	বান্দা খরচ করে আল্লাহ বৃদ্ধি করেন	১৮
১৫।	দান খায়রাতকে নষ্ট করো না	১৯
১৬।	গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় খরচই ভাল	১৯
১৭।	মধ্যম পন্থায় খরচ করা	২১
১৮।	নিজের কল্যাণের জন্যই খরচ	২১
১৯।	প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস খরচ করা	২২
২০।	আল্লাহর আহবান ঃ আল্লাহর পথে ব্যয় কর	২৩
২১।	কৃপণ লোকদের আল্লাহ পছন্দ করেন না	২৩
২২।	মাল জমা করে রাখার শাস্তি	২৩
২৩।	আল্লাহর পথে খরচের উদাহরণ	২৫
২৪।	সুখে- দুঃখে সকল অবস্থায় খরচ করা	২৫

২৫। অসন্তোষ সহকারে দান কবুল হয় না ২৫
২৬। আল্লাহর নাম শুনেই তাদের দিল কাঁপে ২৬
২৭। মৃত্যু আসার আগেই খরচ কর ২৮
২৮। কাফেরও খরচ করে বাধা দেয়ার জন্য ২৯
২৯। মুনাফিক আল্লাহর পথে ব্যয় বন্ধ করে ২৯
৩০। ছোট দানকেও অবহেলা না করা ৩০
৩১। মনের সংকীর্ণতা থেকে বাঁচতে হবে ৩০
৩২। যার মাল তার পথেই খরচ করতে হবে ৩১
৩৩। নিয়মিত খরচই আল্লাহর পছন্দনীয় ৩১
৩৪। মহিলাদের প্রতি খরচ করার নির্দেশ ৩২
৩৫। জাতীয় সংসদে আল্লাহর আইন বিজয়ী করার জন্য খরচ ৩৩
৩৬। নীতিমালা সামনে রাখতে হবে ৩৩
৩৭। যাকাত এবং ওশর ৩৪
৩৮। ওশর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা ৩৫
৩৯। জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের ওশর ফরজ ৩৬
৪০। বেহিসাবে ওশর দিলে ওশর আদায় হয় না ৩৮
৪১। ওশর একটি ফরজ আর্থিক এবাদত ৩৮
৪২। ওশর বের করার দুটি নিয়ম ৩৯
৪৩। কি পরিমাণ ফসল হলে ওশর দিতে হবে ৪০
৪৪। পরিমাণ যাই হোক ওশর দিতে হবে ৪০
৪৫। ফলের ওশর আদায় ৪০
৪৬। সাওয়াতের সাথেই ওশর যাকাতের নির্দেশ পেশ ৪১
৪৭। যে খাতে অর্থ খরচ করতে হবে ৪২
৪৮। স্মরণ রাখতে হবে ৪৩
৪৯। দানের ক্ষেত্রে হিংসাও করা যায় ৪৩
৫০। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর খরচ করার নমুনা ৪৪
৫১। সূরা আল হাদিদ ও আল্লাহর পথে খরচ ৪৪
৫২। নির্দেশিকা ৪৬

আল্লাহর পথে খরচ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকাশক ঃ

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

চেয়ারম্যান

প্রকাশনা বিভাগ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার

ঢাকা ১২১৭

ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

চতুর্থ সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০০০

আশ্বিন ১৪০৭

জমাদিউসসানি ১৪২১

মুল্য ঃ আঠারো টাকা মাত্র

মুদ্রণে -

আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড,বড় মগবাজার,

ঢাকা ১২১৭।

বর্ধিত সংস্করণ প্রসংগে দু'টি কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন অসসালাতু অসসালামু আলা রাসুলিহিল কারিম। ওয়াআলা আলেহি ওয়া আসহাবিহি আজমায়ীন।

ছাত্র জীবনেই ইসলামী আন্দোলনের মত মহান নেয়ামত লাভ করতে পেরে ইংরেজী সাহিত্যে লিখাপড়া করার পাশাপাশি কুরআন হাদিস বুঝে বুঝে পড়ার দুর্লভ সুযোগ পাই। কর্মজীবনে প্রবেশ করে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে আসতে আসতে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এক সময় রাজশাহী জিলা আমীরের দায়িত্ব পালন কালে জিলাকে বায়তুলমালে স্বয়ংসম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। কুরআন - হাদিস থেকে নোট করে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করি। পরবর্তীতে কেন্দ্রে চলে আসার পর আর একবার কেন্দ্র ঘোষিত বায়তুলমাল পক্ষে আলোচনা রাখার জন্য বক্তব্য তৈরি করি। তখনকার সেই বক্তব্যকে সামনে রেখে 'আল্লাহর পথে খরচ' নামক পুস্তিকাটি লেখা হয়। অল্পদিনের ব্যবধানে বইটির চাহিদা দেখে কুরআন হাদিস থেকে আরো বেশি বিষয় সংগ্রহ করে পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হলো। কোন ত্রুটি ধরা পড়লে সংশোধনে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ থাকলো। আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আখেরাতের মহা বিপদে যখন কেউ সাহায্য করার থাকবে না তখন তাঁর একান্ত রহমাত হোক আমাদের একমাত্র ভরসা। আল্লাহ আমাদের মুনাজাত কবুল করুন - আমীন।

মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন সংসদীয় দলনেতা
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

কাজী অফিস লেন
১লা মহররম ১৪১৪ হিজরী

মাল দুই প্রকার

নিজের মাল ও ওয়ারিসের মাল

নিজের মাল কোনটি আর ওয়ারিসের মাল কোনটি ? আল্লাহর পথে যা খরচ করা হয় তা নিজের আর যা রেখে যাওয়া হয় তা ওয়ারিসের। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের মালের চেয়ে তার ওয়ারিসের মাল অধিকতর প্রিয় ? সাহাবারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই বরং তার নিজের সম্পদই তার নিকট প্রিয়। তিনি বললেন, তার সম্পদ তাই সে যা (মৃত্যুর) আগে পাঠিয়েছে আর ওয়ারিসের মাল হল তাই যা সে পিছনে রেখে গেছে। -(বুখারী)।

আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমেই সম্পদ আগে পাঠানো সম্ভব। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ও অভাবী ব্যক্তিকে সহযোগিতার জন্য যা খরচ করবে পরকালে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁরা একটি বকরী যবেহ করেছিলেন। নবী (সাঃ) বললেন তা থেকে কি অবশিষ্ট থাকলো? আয়েশা (রাঃ) বললেন কাঁধ ছাড়া তো কিছু অবশিষ্ট নেই। নবী (সাঃ) বললেন, বরং কাঁধ ছাড়া সবটুকুই অবশিষ্ট রইল-(তিরমিযি)।

হাদিসটির মর্ম হলো যে পরিমাণ গোশত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয়েছে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে গেছে। শুধু ঐ টুকরা ছাড়া যা খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল।

আমরা যা কিছু উপার্জন করি তা কি সব আমাদের উপকারে আসে ? টাকা তো খরচ হয়েই যায়। কোন খরচটা আমার তা বুঝেই খরচ করতে হবে। আমিরা টাকা পয়সা উপার্জন করে যা কিছু জমা করে রাখি অথবা যা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করি তা আমার নয়। আমার সম্পদ তো অতটুকুই যা আমি আখেরাত লাভের জন্য খরচ করি। মানুষের অনুভূতিই তাকে পরিচালিত করে। যদি আখেরাতের অনুভূতি নিয়ে টাকা পয়সা খরচ করি তাহলে আল্লাহর পথে খরচ করতে কোন অসুবিধা হবে না।

আমরা যা নিজের খাবার জন্য রেখে দেরেছি তা আখেরাতে পাব না। আর যা আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে দিয়েছি তাই আমাদের জন্য আখেরাতে জমা হয়ে গেছে। এই চেতনাকে সামনে রেখেই টাকা পয়সা ধন-সম্পদ খরচ করার চেষ্টা করতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ পাকের অসংখ্য শোকর যে তিনি 'আল্লাহর পথে খরচ' নামক পুস্তিকাটি অবশেষে প্রকাশ করার তৌফিক দিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

অর্থাৎ ঃ তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে (আযযারিয়াহ ১৯ আয়াত)। আল্লাহ তায়ালা যা হুকুম করেন তা পালন করা সকলের জন্য ফরজ। যেহেতু তিনি মানুষকে খলীফা করে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। অনুরূপভাবে তার খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য মাল ও জান দিয়ে সংগ্রাম করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে জন্যই আল্লাহর পথে মাল ও জান খরচ করাও ফরজ। কোন ফরজ কাজ অস্বীকার করলে মুসলমান থাকা যায় না। তাই আল্লাহর পথে মাল খরচ করা অস্বীকার করলে মুসলমান থাকা যায় না। কোন কাজ করতে হলে মাল সব সময় দরকার হয়। এ জন্য আল্লাহও মালের কথা আগে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বহু জায়গাতে আল কোরআনের মাধ্যমে তার পথে মাল খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

আল্লাহর পথে জিহাদ (সংগ্রাম) কর মাল ও জান দ্বারা। যেহেতু মাল আল্লাহ তায়ালার দান, সেহেতু তাঁর দেয়া জিনিষ তাঁর পথে খরচ করতে হবে। মাল খরচ মূল মালিকের নির্দেশ মতই করতে হবে। নিজ ইচ্ছা মত খরচ করলে চলবে না। আল্লাহর এ আমানত (মাল) তার পথে খরচ না করলে আমানতের খিয়ানত হয়ে যাবে। আল্লাহর পথে মাল খরচ আখেরাতে নাজাতের জন্য যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি দুনিয়াতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্যতামূলক। যারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করে না বা করতে চায় না তারা আল্লাহর একটি ফরজকে অবহেলা করে। যারা এভাবে গাফেল হয়ে আছে তাদের সচেতন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার বিধান রাষ্ট্রে চালু না থাকার কারণে টাকা পয়সা, ধন-সম্পদ ও জমির ফসল,ফল-ফলাদি হতে আল্লাহর হক আদায় করার অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। টাকা পয়সা ধন-সম্পদ হতে আল্লাহর পথে কিছু কিছু দিলেই চলে, হিসাব করে যাকাত দেয়া দরকার মনে করে না। জমির ফসল থেকে আল্লাহর হক ওশর দিতে হবে এটা ফরজ এ চিন্তাটুকু একজন নিয়মিত নামাযী ব্যক্তির মধ্যেও অভাব দেখা যায়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সমাজে একজন নামাযী ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে খরচ করবে না এমন কথা চিন্তা করাও যেত না। আর আজ একজন নামাযী মুসলমান তার এখতিয়ারভুক্ত ধন-সম্পদ থেকে পুরোপুরি আল্লাহর পথে খরচ করে এমন ব্যক্তির সাক্ষাত পাবার জন্য বহু খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইসলামের বিধান সমাজে যতদিন চালু না হবে ততদিন এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তাই এ অবস্থার পরিবর্তন যাঁরা চাচ্ছেন বা চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা উপলব্ধি করছেন তাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফল-ফসলাদি থেকে সিংহভাগ খরচ করে ইসলামী জীবন বিধানকে সমাজে সত্বর চালু করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোকই কৃষক, যারা জমিতে চাষ করে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল দেশের জনগণ খেয়ে পরে বেঁচে থাকে। তাদের হাত, পা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে আল্লাহ দিলেন যা ফসল ফলানো কাজে ব্যবহার করা হলো, জমি, আসমানের পানি, আলো,হাওয়া যে আল্লাহ দান করলেন, সেই আল্লাহর হক ফসল থেকে বের করা হবে না এ কেমন কথা ? জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা থেকে একটা অংশ আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বের করে দিতে হবে।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য মাল কুরবানী পেশের আগ্রহ সৃষ্টি ও জমির ফসলে ওশর যাকাত প্রদানের বিষয়ে সতর্ক করার এ দুটি লক্ষ্য নিয়ে এ পুস্তিকাটি রচিত হলো । আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং যারাই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতা দিয়েছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন আল্লাহ তাদের সকল কে জাজায়ে খায়ের দান করুন- আমীন।

মগবাজার
ঢাকা

মোহম্মদ মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এম পি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দানে সম্পদ কমে না।

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"ঐ লোক উৎকৃষ্টতর মর্যাদার অধিকারী যাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম দিয়েছেন আর সে ঐ জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, আত্মীয়তার হক ও আল্লাহর হক রক্ষা করে।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'হালাল রোজগার থেকে দানকারীর একটি খেজুরকেও আল্লাহ গ্রহণ করেন ও তা লালন পালন করে বৃদ্ধি করতে থাকেন অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।" (বুখারী- মুসলিম)

মুসলিম শরীফের হাদিসে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে - একদা মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেল " অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর -মেঘ খণ্ডটি এগিয়ে গিয়ে সেখানে পানি বর্ষণ করল। যে লোকের বাগানে পানি বর্ষিত হলো তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমলের বিনিময়ে আপনি এমন বরকত লাভ করেন "? উত্তরে লোকটি বলল, " এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত সকল দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দিই। আমি ও আমার পরিবার -পরিজন এক তৃতীয়াংশ খেয়ে থাকি আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় ক্ষেতে লাগিয়ে দিই।"

দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতে খরচ সবচেয়ে বেশী সওয়াব

দুনিয়াতে খরচ করার যত পথ আছে তন্মধ্যে আল্লাহর পথে খরচ সবচেয়ে বেশী সওয়াব । আল্লাহর পথে খরচের অর্থ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয়। কাফেরদের বিধান কে খতম করে আল্লাহর বিধান বিজয়ী করার কাজে অর্থ ব্যয় করতে হবে। সূরা তওবার ৪০ নং আয়াত অনুযায়ী

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

"এবং তিনি (আল্লাহ) কাফেরের কালেমাকে নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করে দিলেন।"

কাফেরদের কালেমাকে খতম করে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে হবে। সূরা হজ্বের শেষ রুকুতে জিহাদের হক আদায় করে জিহাদ করতে বলা হয়েছে।

আল কুরআন জিহাদ করার জন্য মাল ও জান কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছে। এ জন্যই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মাল কুরবানীর গুরুত্ব সর্বাধিক। সকল ফরজ আইনগুলি জীবিত হবে যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। তাই এ খাতে খরচ সবচেয়ে বেশী সওয়াব।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একটি লোক নবী (সাঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ), কোন দানে সবচেয়ে বেশী সওয়াব ? তিনি বললেন, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে তুমি সুস্থ আছ., মালের প্রতি লোভী আছ, অভাব অনটনকে ভয় করছ এবং সম্পদের আশাও করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমনভাবে কার্পণ্য করো না যে শেষে মৃত্যুর মুহূর্ত এসে যায় এবং তখন তুমি বল যে এ পরিমান অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের । অথচ অমুকের জন্য সে মাল নির্ধারিত হয়েই গেছে। (বুখারী -মুসলিম)

জিহাদে জড়িত থেকে খরচ করলে সাত লক্ষ সওয়াব

কোন ব্যক্তি জিহাদে শারীরিক ভাবে শরীক না হয়ে আল্লাহর পথে খরচ করলে সাত শত সওয়াব লাভ করবে কিন্তু যদি ব্যক্তি নিজে জিহাদ করে এবং অর্থও খরচ করে তবে সে সাত লক্ষ সওয়াব পাবে - (মিশকাত)। আল্লাহর পথে মলি ও জান উভয়ই দিয়েই সংগ্রাম করা ঈমানের দাবী। যারা এ দাবী উপলব্ধি করেছে তারা যেমন জান দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে বাজি রেখে চলেছে তেমনি মাল খরচ করে এ সওয়াবের ভাগী হয়েছে। এক কথায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে শারীরিক প্রচেষ্টা চালালে ঐ ব্যক্তির জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাত লক্ষ সওয়াব পাবার ঘোষনা দিয়েছেন।

দাতা জান্নাতের কাছে ও জাহান্নাম থেকে দূরে

আমরা সকলেই চাই জান্নাতে যেতে। সকলেই চায় জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে। আল্লাহর পথে খরচ এমন একটি আমল যার সাহায্যে জান্নাতের কাছে যাওয়া যায় ও জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা যায়।

আল্লাহর পথে খরচকারী দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন। উক্ত ব্যক্তিকে জনগণও ভালবাসে ।

আল্লাহর পথে অর্থ খরচকারী দানশীল ব্যক্তি একসাথে চারটি গুণ অর্জন করতে পারে ঃ-

মুত্তাকী আল্লাহর পথে খরচ করে

সূরা বাকারা ৩ নং আয়াতে মুত্তাকীর বৈশিষ্টে বলা হয়েছে, আর তারা তাদের রিজিক হতে খরচ করে।

ومما رزقنهم ينفقون-

উক্ত সূরার ২১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "লোকেরা জিজ্ঞেস করে আমরা কি খরচ করব ? উত্তরে বল যে মালই তোমরা খরচ করবে নিজের পিতা মাতার জন্য, ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে, আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত আছেন।"

উক্ত সূরার ২১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তারা জিজ্ঞেস করে আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করব ? বল; যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।" এখানে বলা হয়েছে তোমাদের অর্থ দ্বারা প্রথমে নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ কর অতঃপর যা বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। স্বেচ্ছামূলক এ খরচ যা তার প্রতিপালকের রাস্তায় নিজের খুশীতে করে।" সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

"আল্লাহর পথে খরচ কর, নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংস কর না, ইহসানের পন্থা অবলম্বন কর, আল্লাহ মুহসিনদিগকে ভালবাসেন।"

আল্লাহর পথে উৎকৃষ্ট অংশ খরচ কর

সূরা বাকারা ২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"হে ঈমানদারগণ তোমরা যে ধন সম্পদ উপার্জন করেছ এবং আমি জমিন হতে যা কিছু তোমাদের জন্য উৎপাদন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর।

انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ-

তোমাদের এরূপ করা উচিৎ নয় যে , বেছে বেছে খারাপ জিনিষগুলো আল্লাহর পথে খরচ করার চেষ্টা করবে। কেননা সেই বাছাই করা খারাপ বস্তুটি উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া গ্রহণ করতে তোমরা কিছুতেই রাজি হবে না। তোমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সবচেয়ে উত্তম গুণে ভূষিত।"

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য সেই জিনিসই উপযোগী যা হবে উৎকৃষ্ট।

কিন্তু আমাদের সমাজে কোন জিনিস দান করলে বেছে বেছে যেটির মান একটু দুর্বল সেটিই দান করে। কোন দুস্থ লোককে সাহায্য করলে খাবার উপযোগী খাদ্য, ব্যবহার উপযোগী বস্ত্র দেয়া উচিত।

এখানে শয়তান দারিদ্রের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি গ্রহণ করতে প্রলোভিত করে। ফলে উৎকৃষ্ট জিনিস দানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দান করা হয়ে থাকে।

মানুষ যা খরচ করছে আল্লাহ তা ভালভাবেই জেনে রাখছেন এবং তিনিই তার পুরস্কার দিবেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদিস উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যেখানে তিনি বলেছেন -"তোমাদের ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিসই পছন্দ কর যে জিনিস তোমার নিজের জন্য পছন্দ করে থাক।"

খরচ করার ফজিলত

হাদিসে জানা যায়, প্রতিদিন সকালে দুজন ফিরিস্তা আসমান থেকে নেমে আসে। বান্দা যখন ঘুম থেকে উঠে তখন একজন ফেরেশতা বলে , হে আল্লাহ তোমার পথে খরচকারীকে প্রতিদান দাও। আর একজন ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ কৃপণ ব্যক্তিকে শীঘ্র ক্ষতিগ্রস্ত কর।'

হাদিসে কুদসীতে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বনী আদম, খরচ কর, তাহলে তোমার জন্য খরচ করা হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, চল্লিশটি স্বভাব রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হলো কাউকে দুধেল প্রানী দান করা ।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করা কল্যাণকর আর তা ধরে রাখা ক্ষতিকর। দানকারীর হাত গ্রহণকারীর হাত অপেক্ষা উত্তম।

সকলকে জাগাতে হবে। সচেতনভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারলে মুসলিম উম্মাহর গায়ে কেউ আঘাত করতে সাহস পাবে না।

আজকে যান বাহন ও অস্ত্রের ধারণা সকলের থাকতে হবে। শব্দের গতির চেয়ে অধিক গতি সম্পন্ন যানবাহন সহ সকল বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের কথায় এখানে স্মরণ রাখতে হবে। তা না হলে শত্রুকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। আমাদের দুশমন ও আল্লাহর দুশমন ভয় পাওয়া তো দূরের কথা আমাদের অস্তিত্ব খতম করার জন্য তখন তারা বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এ জন্য সময় থাকতেই এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। পর্যাপ্ত মাল সংগ্রহ করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী বাহিনী ও তার উপাদান মজবুত রাখতে হবে।

মুজাহিদদের সরঞ্জাম ও পরিবারের খোঁজ খবর নেয়া

যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করাও ঈমানী দায়িত্ব। মুজাহিদের কি কি জিনিস দরকার হতে পারে তা আধুনিক যুদ্ধ প্রকৃতি থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। খাদ্যবস্তু, উপযোগী পোশাক, তাঁবু ও যানবাহনসহ আরো অনেক কিছুই প্রয়োজন। এ গুলো সরবরাহের জন্য মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে ব্যাহত হলে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একজন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। একটি পরিবার যখন কর্তাশুণ্য হয়ে পড়ে তখন প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু বাড়ীর কর্তা আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদ সেহেতু তার বাড়ীর প্রতি খোঁজ খবর রাখতে হবে । একজন বাড়ীর মালিক বাড়ী থেকে অনুপস্থিত হলে বাড়ীর সদস্যগণ যাতে অসহায় বোধ না করে সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে সর্তক দৃষ্টি রাখার জন্য বলে গেছেন। যদি অবহেলার কারণে কোন মুজাহিদ - পরিবার উচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে বের হবার অনুপ্রেরণায় অনেক ভাটা পড়ে যেতে পারে। তাই মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনার জন্য অর্থ খরচ করতে হবে। আবু দাউদের একটি

(১) আল্লাহর ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ

(২) জান্নাতের নৈকট্য লাভ

(৩) জনগণের নৈকট্য লাভ

(৪) জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ।

অপর পক্ষে একজন কৃপণ লোক যে আল্লাহর পথে খরচ করে না সে চারটি দোষে অভিশপ্ত হয় ঃ-

(১) আল্লাহ থেকে দূরে

(২) জান্নাত থেকে দূরে

(৩) জনগণ থেকে দূরে

(৪) জাহান্নামের আগুনের নিকটে

মিশকাত শরীফের হাদিসটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ- "আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন , দানশীল ব্যক্তি اَلسَّخِيُّ আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী. মানুষের নিকটবর্তী, এবং জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে। আর বখীল ব্যক্তি اَلْبَخِيْلُ আল্লাহ থেকে দূরে জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, জাহান্নামের আগুনের নিকটে। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি ইবাদতকারী বখীলের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।

সর্বোত্তম দান ও সর্বোত্তম মুদ্রা

আল্লাহর দ্বীনকে জমীনে বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে তারাই আল্লাহর পথে মুজাহিদ। তাদেরকে অর্থ, বস্তু, ব্যক্তি ও যানবাহন দিয়ে সাহায্য করার মত উত্তম দান আর নেই।

মুজাহিদদের জন্য কাপড় দিয়ে তাঁবু নির্মাণ করে, লোক দিয়ে সাহায্য করে ও তাদেরকে উট বা যানবাহন দিয়ে সাহায্যকে রাসুল (সাঃ) সর্বোত্তম দান বলেছেন।

বর্তমান সমাজে ইসলামী আন্দোলনে রত ব্যক্তিদের জন্যই কাপড়, জনশক্তির সহযোগিতা ও যানবাহন প্রয়োজন। এজন্য সমাজের দানশীলদের এগিয়ে আসতে হবে।

যে সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েম নেই সেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য দান করার চেয়ে উত্তম দান আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যে আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনের প্রয়োজনীয় খরচ মিটানোর জন্য যে দান করা হয় সেটিই সবচেয়ে উত্তম।

টাকা পয়সা ব্যয় করার খাত অনেক। টাকা পয়সা থাকেনা খরচ হয়ে যায়। টাকা পয়সার প্রকৃতিই হলো তা হাতে থাকতে চায় না। যখন খরচ হয়েই যায় তখন এমন খাতে খরচ করা দরকার যা সবচেয়ে উত্তম। যেহেতু ধন সম্পদ টাকা পয়সা আল্লাহরই দান, তাই আল্লাহর নির্দেশিত পথেই টাকা খরচ করা দরকার। আদালতে আখেরাতে মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত। তার মধ্যে একটি হলো

مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ

কিভাবে টাকা উপার্জন করেছ আর কিভাবে তা খরচ করেছ ? যদি আল্লাহর দেয়া টাকা পয়সা আল্লাহর নির্দেশমতই খরচ করতে পারি তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর থেকে বাঁচতে পারব।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন, তিনটি খাতে খরচকৃত টাকা সবচেয়ে উত্তম টাকা। প্রথমতঃ ঐ টাকা যে টাকা পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য খরচ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ টাকা যে টাকা মুজাহিদদের জন্য খরচ করা হয়। তৃতীয়তঃ সেই টাকা যে টাকা জিহাদের যানবাহনের কাজে খরচ করা হয়।

আমাদের দেশের জনগণ পরিবারের জন্য খরচ করার খাত সম্পর্কে সচেতন আছে তাদেরকে এর চেয়ে বেশী সচেতন করার প্রয়োজন নেই। বরং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খাত সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। অর্থের অভাবে মুজাহিদদের কষ্ট করে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। এ কষ্ট দূর করে মুজাহিদদের জিহাদের গতিকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে। অপরদিকে যানবাহনের অভাবে হেঁটে হেঁটে কাজ করতে হচ্ছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে যানবাহন ছাড়া কোন বিপ্লব সাধন করা কল্পনাই করা যায়না। অতএব এ দুটো খাতে টাকা খরচ করা এখন সময়ের দাবী, আন্দোলনের দাবী।

আল্লাহর পথে খরচ করার ফলে আল্লাহ তার জন্য দুনিয়াতে যেমন বৃদ্ধি করেন আখেরাতে তেমনি তার দানকৃত অর্থকে লালন -পালন করতে থাকেন। শর্ত থাকে যে - যারা দান করবে তারা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই দান করে।

দান খয়রাতকে নষ্ট না করা

আল্লাহর পথে খরচ করে যেমন অর্থ বৃদ্ধি হয় , আখেরাতে তা বৃদ্ধি ও নাযাতের কারণ হয়- তেমনি দান খয়রাত করে জনসমক্ষে তা প্রচার করতে থাকলে এবং অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে খোটা দিলে দান খয়রাত নষ্ট হয়ে যায়, কোন প্রতিফল পাওয়া যায় না। সূরা বাকারা ২৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদানগণ তোমরা নিজেদের দান খয়রাতের কথা প্রচার করে (অনুগ্রহের দোহাই বা খোটা দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে দান কে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট কর না যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজের ধনমাল ব্যয় করে। সে না আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, না পরকালের উপর। তাদের খরচের দৃষ্টান্ত একটি চাতাল যার উপর মাটির স্তর পড়ে আছে। এর উপর যখন মুশলধারে বৃষ্টি পড়ে তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল ও চাতালটি পরিস্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান খয়রাত করে যে নেকী করল তা কিছুই তাদের হাতে আসে না । আর অস্বীকারকারীদের হেদায়াত করা আল্লাহর রীতি নয়।"

গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় খরচই ভাল

আল্লাহর পথে খরচ করা কাজকে আল্লাহ এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, একজন বান্দাহ তা গোপনেই খরচ করুক আর প্রকাশ্যেই করুক উভয় খরচকেই তিনি ভালবাসেন। আল কোরআনে খরচ করার আহবান জানানোর সাথে সাথে একথাও পরিস্কার করে দিয়েছেন। প্রকাশ্যে খরচ করলে অন্যান্য ব্যক্তি ও খরচ করার ব্যাপারে উৎসাহিত হতে পারে। আবার গোপনে খরচ করলে রিয়ার আশংকা (লোক দেখানো কাজ) থেকে মুক্ত থাকা যায়। উভয় খরচেই কল্যাণের দিক রয়ে গেছে। ফকীহদের মতে বাধ্যতামুলক খরচ প্রকাশ্যে এবং নফল খরচ গোপনে করা ভাল। সুরা নিসার ৩৮

হাদিসের সঠিক জ্ঞানের অভাবেই এ গুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়। সঠিক ইলম অর্জিত হলে সমালোচনার পরিবর্তে এগুলো উৎসাহের কারণ হবে। এ ব্যাপারে বোখারী শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করা হলোঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ صلعم مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَاِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ بَوْلَهُ يُوْزَنُ فِىْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخارى)

" আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তার ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে কিয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লায় ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের ওজন করা হবে।

বান্দা খরচ করে আল্লাহ বৃদ্ধি করেন

সুরা সাবা ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

" হে নবী , লোকদেরকে বলে দাও আমার রব তার বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে চান প্রশস্ত রিজিক দান করেন (এ ধন সম্পদ কাউকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে না) আর যাকে ইচ্ছা পরিমিত রিজিক দান করেন। তোমরা যা কিছুই খরচ করে ফেল উহার স্থলে তিনিই তোমাদের আরো বেশি দান করেন। তিনিই উত্তম রিজিক দাতা।"

আল্লাহ তায়ালা বান্দাহর ধনমাল যেমন বাড়াতে পারেন তেমন কমাতেও পারেন। কোন একজন লোক আল্লাহর পথে খরচ করল ফলে তার ছেলে মেয়ে পোষ্যদের ভাগ্যে অসুখ সংক্রান্ত যে খরচ হবার কথা ছিল, তা হলনা। আল্লাহর পথে খরচ করার ফলে উক্ত ব্যক্তির অসুখের খরচ আল্লাহ বন্ধ করে দিলেন অর্থাৎ সে দুর্ঘটনা বা অসুখ দিলেন না। এভাবে আল্লাহর পথে খরচকারী ব্যক্তির মাল অন্যান্য খাতে খরচ বন্ধ বা কমিয়ে তার মাল কমতি হওয়া থেকে রক্ষা করে থাকেন এবং রিজিক এ বরকত দিয়ে বৃদ্ধি করে দেন।

হাদিস উল্লেখ করা হলোঃ "আবু উমামা (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি মুজাহিদদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়নি বা মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারকে ভালভাবে দেখাশুনা করেনি, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বে কঠিন বিপদে ফেলবেন।"

আজকাল ধনী পরিবার বা সচ্ছল পরিবারগুলোকে অনেক কঠিন বিপদ আপদের মধ্যে থাকতে দেখা যায়। এ হাদিসের আলোকে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে যে তারা বিপদগ্রস্ত নয় এমন কথা বলা যাবে না।

বুখারী শরীফের আর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, "যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে লোক আল্লাহর পথের মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করল, সেও যেন নিজেই জিহাদ করলো।"

উপরে উল্লেখিত হাদিস দুটোকে বিচার করলে আজকে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের জ্ঞান সঞ্চয়ের উপকরণ কোরআন হাদিস ইসলামী সাহিত্য, পত্র, পত্রিকাসহ প্রচার যন্ত্র ও মাধ্যম সংগ্রহ করে দেয়াও জিহাদে অংশ গ্রহণ করার শামিল। ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যাদেরকে পরিবার ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় সফর করতে হয়, দৌড়াদৌড়ি করতে হয় যার ফলে তাদের পরিবার কষ্ট ও বিপদে পতিত হয়, তাদের পরিবার দেখাশুনার জন্য খরচ করলে তাও জিহাদের অংশ গ্রহণের শামিল হবে বলে আশা করা যায়।

মুজাহিদের ঘোড়ার গোবর ও কিয়ামতে ওজন হবে

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে সওয়াবের নিয়তে ঘোড়া পালন করবে কিয়ামতের দিনে সেই ঘোড়াকে যে খাদ্য ও পানি পান করানো হবে সেগুলো তার নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে। জিহাদের কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার যানবাহন ও তার জ্বালানী (fuel) এ খাতের মধ্যে পড়ে। মোটর সাইকেল ও গাড়ীর পেট্রল, ডিজেল মবিলসহ সকল প্রকার তেলের ব্যাপারে একই কথা। কোরআন

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ-

"আর তোমরা যে মাল খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর।" তোমরা এ জন্যই তো খরচ কর যে তোমরা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। কাজেই তোমরা তোমাদের যেসব ধনমাল দান খয়রাতের ব্যাপারে খরচ করবে তার পুরোপুরি প্রতিফলই তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনও নষ্ট হবে না।" ২৭৩ নং আয়াতে বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত ব্যক্তি যারা লজ্জার কারণে সাহায্য চায় না, অজ্ঞ লোকেরা যাদের সচ্ছল লোক মনে করে, তাদের কে সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছে তাদের জন্য যা খরচ কর আল্লাহ তা দেখছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও তার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য খরচ করার অর্থ নিজের কল্যাণের জন্যই খরচ করা। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে নিজের ঈমান আকীদা নিয়ে চলা সহজ হবে এবং অন্যান্য সকলেই এ পথে চলবে। ফলে নিজের জীবনকে হকের উপর কায়েম রেখে দুনিয়াতেও উপকার পাওয়া যাবে আখেরাতেও নাজাত হবে।

প্রিয় পছন্দনীয় জিনিষ খরচ করবে

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত অপর ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

সূরা আল ইমরানের ৯২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষন না তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব জিনিস খরচ করবে যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।"

সূরা আনফাল ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা যতদুর সম্ভব বেশী শক্তিশালী সদা সজ্জিত বাঁধা ঘোড়া তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখ যাতে দুশমনদের এবং অন্যান্য অজানা দুশমনদের ভীত-শংকিত করতে পার যা তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ কর তার পুরোপুরি পুরস্কার তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে, তোমাদের সাথে কখনও জুলুম করা হবে না।

অবশ্য এ প্রসংগে একটি কথা মনে রাখতে হবে-- নিয়তের মধ্যে যাতে ভেজাল প্রবেশ করতে না পারে । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি হাদিসে জানিয়েছেন যাতে কাল কিয়ামতে তিন জন ব্যক্তি ভাল কাজ করে যাবার পরেও নিয়তের ত্রুটির কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদেরকে পা উপরে করে মাথার ভরে হেচড়াইতে হেচড়াইতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরা হলো একজন দাতা যে নাম যশের জন্য দান করেছিল.একজন মুজাহিদ যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদ করেছিল আর একজন বক্তা ওয়াজ করেছিল বড় বক্তা হিসাবে নাম যশ হবার জন্য।

হাদিসটি সামনে রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তেই তার নির্দেশ পালন করতে হবে। অন্যথায় রিয়ার জন্য তাকে জাহান্নামের একটি কঠিন স্থান "জুবুল হুযন" এ নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এটা এমন এক ভয়ংকর গর্ত যার সম্পর্কে হাদিসে এসেছে জাহান্নাম নিজেই "জুব্বুল হুযন" থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। (আল্লাহ লিখকসহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন - আমীন)।

মধ্যম পন্থায় খরচ করতে হবে

সূরা বণি ইসরাইলের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- "নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখ না (কৃপণ হয়ো না) আর তা একেবারে খোলা ছেড়ে দিও না তাহলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে।"

সূরা ফুরকানের ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْ وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا-

অর্থাৎ তারা খরচ করলে না বেহুদা খরচ করে না কার্পণ্য করে বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে মধ্যম পন্থী জাতি (উম্মাতে অসাতা) হিসাবে ঘোষনা দিয়েছেন। ফলে আমাদের কাজ মধ্যম পন্থায় সম্পাদনা করাই উত্তম। অর্থ খরচ করার ব্যাপারেও এ নীতি প্রযোজ্য।

নিজের কল্যাণের জন্যই খরচ

সূরা বাকারার ২৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "লোকদেরকে হেদায়েত করার দায়িত্ব তোমার উপর নয় -কেননা আল্লাহই যাকে চান হেদায়েত দান করেন।

৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যারা ধনমাল লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না।

সূরা বাকারার ২৭১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকারের খরচই ভাল এবং পাপ মুছকারী আমল বলে ঘোষনা করেছেন। লোক দেখানো কাজের দুষ্কল হতে বাঁচার জন্য গোপন খরচ করাকে বেশী ভাল বলেছেন।

সূরা রা'দ এর ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের খোদার সন্তোষ লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে আমাদের দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করতে থাকে, আর মন্দকে ভাল দিয়ে প্রতিরোধ করে বস্তুত পরকালের ঘর এসব লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট। এমন জান্নাত বাগ বাগিচা যা তাদের জন্য চিরদিনের বসবাসের জায়গা হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের বাপ দাদা, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ হবে তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে। ফেরেশতাগণ চারিদিক হতে তাদের সম্বর্ধনার জন্য আসবে।'

সূরা বাকারা ২৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যারা নিজেদের ধনমাল রাত্র-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের রবের কাছেই প্রাপ্য রয়েছে। তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।"

সূরা ইবরাহীম ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে নবী (সাঃ) আমার ঈমানদার বান্দাদের বল যেন তারা নামায কায়েম করে আর আমি তাদের যা কিছু দান করেছি' তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে খরচ করে সেদিন আসার আগে যেদিন বেচা কেনা ও বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।"

সূরা ফাতের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

"যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে, যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তারা নিশ্চয় এমন এক ব্যবসায়ের জন্য আশাবাদী যাতে কখনই লোকসান হবে না।"

তাদেরকে প্রচুর মাল সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ও আল্লাহর পথে মাল খরচ করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনকেই পূর্বের অবস্থায় রূপান্তরিত করেছিলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ রেখেছিল, তার পথে খরচ করেছিল তাকে বেশী প্রাচুর্য দান করেছিলেন।

আল্লাহর পথে খরচের উদাহরণ

সূরা বাকারায় ২৬১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই যেমন একটি বীজ বপন করা হলো, তা হতে সাতটি ছড়া বের হলো ,আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি করে 'দানা' হলো আল্লাহ যাকে চান এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন। তিনি উদারহস্ত ও সর্বাভিজ্ঞ।

উক্ত সূরার ২৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ যারা নিজেদের ধনমাল খালেস ভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোন উচ্চভূমিতে একটি বাগান প্রবল বৃষ্টি হলে দ্বিগুন ফল ধরে আর জোর বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেনুই উহার জন্য যথেষ্ট হয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহর গোচরীভূত রয়েছে।

সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় খরচ করা

সূরা আলে এমরানের ১৩৩ ও ১৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বরেন,

সেই পথে তীব্র গতিতে চল যে পথ তোমাদের ক্ষমা, এবং আসমান ও যমীনের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে এবং যা সেই সব মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যারা সব সময়ই নিজেদের ধনমাল খরচ করে। দুরাবস্থাতেই হোক আর সচ্ছল অবস্থাতেই হোক (সুখেদুঃখে সব সময়ই খরচ করে) যারা ক্রোধকে হজম করে, অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। এসব নেককার লোকদের আল্লাহ খুব ভালবাসেন।"

অসন্তোষ সহকারে দান কবুল হয় না

সূরা তওবার ৫৩ ও ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ "তাদের বল, তোমরা নিজেদের ধনমাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খরচ কর অথবা অসন্তুষ্টির সাথে খরচ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা সোনা রুপা জমা করে রাখে আল্লাহর পথে তা খরচ করে না, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও, একদিন অবশ্যই হবে, যখন সোনা রুপা আগুনে গরম করা হবে আর তার দ্বারা সে লোকদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পিঠে ছেকা দিয়ে চিহ্ন দেয়া হবে, এ হচ্ছে সেই সম্পদ যা তোমরা নিজের জন্য জমা করে রেখেছিলে - লও তোমাদের পুঁজি করে রাখা মালের স্বাদ গ্রহণ কর।"

সুরা হুমাযায় বলা হয়েছে ঃ-

ধ্বংস ঐ লোকদের জন্য যারা লোকদের উপর গালাগালি করে গীবত করে ও যে ধনমাল সঞ্চয় করে আর গুনে গুনে রাখে ; মনে করে তার ধনমাল চিরকাল তার নিকটে থাকবে।

যে লোক মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরকাল চিরঞ্জীব রাখবে সে কখনও এ চিন্তা ও করেনি যে এমন সময় আসবে যখন এসব কিছু ত্যাগ করে দুনিয়া থেকে খালি হাতে বিদায় নিতে হবে।

উক্ত আয়াত দুটোতে স্পষ্টভাবে জানা যায়,যারা সোনা- দানা সঞ্চয় করে রাখবে কিন্তু আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য খরচ করবে না বা করতে কার্পণ্য করবে আখেরাতে তারা চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সম্মুখীন হবে। আরো একটি কথা হলো, যে সম্পদ জমা করা হয় তা কি জমাকারী ব্যক্তি ভোগ করতে পারে? বরং কবরে গিয়ে অবৈধভাবে জমা করার শাস্তি পেতে হয়। তাই জমা করার পরিবর্তে আল্লাহর পথে খরচ করলেই সত্যিকার অর্থে নিজের জন্যই জমা করা হয় যা আখেরাতে কাজে লাগবে।

একটি হাদিসের বর্ণনায় জানা যায় যে অতীতে এক অন্ধ, এক টাক ওয়ালা (মাথা চুলবিহীন) ও এক কুষ্ঠ রোগী আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে সুস্থ হয়েছিল। পরে

আল্লাহর আহবান ঃ আল্লাহর পথে ব্যয় কর

সূরা মুহাম্মাদ এর শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে তোমরা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ কর। এর জওয়াবে তোমাদের কিছু লোক কার্পণ্য করে অথচ যে কার্পণ্য করে সে আসলে নিজের সাথে নিজেই কার্পণ্য করে। আল্লাহ তো সকল ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মত হবে না নিশ্চয়ই।

বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবহীন। বান্দাহর কাছ থেকে তার নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তার পথে খরচ করার জন্য যদি নির্দেশ দেন তবে তা বান্দাহর মঙ্গলের জন্যই, তার নিজের জন্য নয়।

কৃপণ লোকদের আল্লাহ পছন্দ করেন না

সূরা নিসার ৩৬,৩৭, ৩৮, ও ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ অহংকারী বখিল ও লোক দেখানো দানকারীকে যে ভালবাসেন না তা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا- اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ-

নিশ্চিত যে, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে অহংকারী ও নিজে বখিলী করে ও অন্যকেও বখিলী করার পরামর্শ দেয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদিগকে যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে।

জমা করে রাখার শাস্তি

সূরা তওবায় ৩৪, ও ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

মৃত্যু আসার আগেই খরচ কর

আল্লাহ তায়ালা সুরা মুনাফেকুন এর শেষ রুকুতে ১০ নং আয়াতে বলেছেন "তোমাদের, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে (বিধান মানার ক্ষেত্রে) গাফেল করে না দেয়। কেউ যদি এর শিকার হয় তাহলে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তোমরা খরচ কর, যা তোমাদের রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই।"

এখানে কোন অবস্থায় সম্পদ ও সন্তান যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয় তার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে মাল ও সন্তানকে নিয়োজিত না করলে তা যে গাফলতির মধ্যে নিক্ষেপ করে - এ ব্যাপারে সর্তক করা হয়েছে। আর যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন বলবে

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ-

'হে রব ' তুমি আমাকে আরও একটু সময় দিলেনা কেন, আমি খরচ করতাম ও নেক লোকের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম' কিন্তু তখন তাকে আর সময় দেয়া হবে না।

মৃত্যুর আগেই খরচ করে নিতে হবে। নইলে অনুশোচনা করবে। কবরে গিয়ে অনুশোচনা করার চেয়ে এখনই তা স্মরণ করে আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে। কবরে গিয়ে স্মরণ করলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ একবারই সুযোগ দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া যাবে না। Chance comes but once একবারই সুযোগ। অতএব সময় থাকতেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিতে হবে। গাফিলদের সর্তক এখানেই হওয়া উচিত।

সূরা বাকারার ২৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যা কিছু মাল তোমাদের আমি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর সেদিন উপস্থিত হবার পূর্বে যেদিন না কেনা বেচা চলবে আর না চলবে কোন সুপারিশ। প্রকৃত যালেম তারাই যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে। উকবা ইবনে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) এর পিছনে মদিনায় আসরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়েই তার স্ত্রীদের কামরায় গেলেন। লোকেরা তার এই দ্রুতগতি দেখে ঘাবড়ে গেল। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন যে লোকেরা তার এই দ্রুত গতির কারণে হতবাক হয়ে বসে আছে। তখন তিনি বললেন, এক টুকরা

النَّارِ- الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ-

"এসব লোক তারাই যারা বলে " হে আমাদের প্রভু ,আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহখাতা মাফ কর, আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। এরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, সত্যপন্থী, বিনীত অনুগত, দানশীল, এবং এরা রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে।"

সূরা আশ শুরা ৩৭,৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

যারা বড় বড় গুনাহ ও নিলর্জ্জ কাজ কর্ম হতে বিরত থাকে, আর রাগ হলে ক্ষমা করে দেয়, যারা নিজের রবের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে যাবতীয় কাজ কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে আর আমরা তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে (তাদের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে)।

এক হাদিসে উল্লেখ আছে-

হযরত আবু বারযা আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন কিয়ামতের দিন কোন বনি আদম পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত পা নড়াতে পারবে না, প্রশ্নগুলো হলো জীবনকে কোন পথে ব্যয় করেছে, যৌবনের শক্তি কোন কাজে লাগিয়েছে, কোথা হতে মাল উপার্জন করেছে, কিভাবে তা খরচ করেছে এবং এল্‌ম অর্জন করে কতটুকু আমল করেছে ?

অত্যন্ত শক্ত পাঁচটি প্রশ্ন। বিশেষ করে মাল কোন পথে খরচ হচ্ছে প্রশ্নটি সামনে রেখে পথ চলতে হবে। এগুলো স্মরণ করলে মুমিনের দিল কাঁপবেই।

কর- তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছ ফাসেক লোক।

তাদের দেয়া ধনমাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে তারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি কুফরী করেছে। তারা নামাযের জন্য আসে বটে কিন্তু অবসাদগ্রস্থ অবস্থায়, আর আল্লাহর পথে ধনমাল ব্যয় করে বটে কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছায়।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ-

আল্লাহর নাম শুনলেই তাদের দিল কাঁপে

আল্লাহর নামের উল্লেখ শুনলেই যাদের দিল কাঁপে তারা রিজিক থেকে খরচ করে। সূরা হজ্জের ১২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে -.

اَلَّذِيْنَ اِذَاذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

যাদের অবস্থা এমন যে আল্লাহর নামের উল্লেখ শুনলেই তাদের দিল কেঁপে উঠে, যে বিপদই তাদের উপর আসুক তার জন্য সবর করে, ,নামায কায়েম করে ও আমরা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে।

সূরা সাজদায় ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

তাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে আর যা কিছু রিজিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

সূরা আলে এমরান এর ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

নিয়ম অনুসরণ করে করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ এবাদতকে বেশী পছন্দ করেন যে এবাদত পরিমাণে কম হলেও নিয়মিত করা হয়।

আল্লাহর পথে খরচ করা একটি আর্থিক এবাদত। এ এবাদত নিয়মিতভাবে চালু রাখা প্রয়োজন। এজন্যই মাসিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত ভাবে খরচ হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রয়োজনের মুহূর্তে এককালীন দান করার নির্দেশ আছে। রাসুল (সাঃ) জাতীয় প্রয়োজন মুহূর্তে এ ধরনের খরচ করার আহবান জানিয়েছেন। বদরের যুদ্ধের সময়, তাবুকের যুদ্ধের সময় এ ধরনের এককালীন সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাবুক যুদ্ধের সময় যখন অর্থ খরচ করার আহবান সাধারণ ভাবে দেয়া হয়েছিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তার সমস্ত সম্পদ, হযরত ওমর (রাঃ) তার নিজের অর্ধেক পরিমাণ সম্পদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের সাধ্যমত সম্পদ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আজকের দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিজয়ী করতে হলে নিয়মিত খরচ ও এককালীন খরচ উভয়ের জন্যই প্রস্তুত হতে হবে।

মহিলাদের প্রতি খরচ করার নির্দেশ

আল্লাহর পথে শুধু পুরুষরাই খরচ করবে তাই নয় মহিলাদেরকেও আল্লাহর পথে খরচ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহর দ্বীন পুরুষ মহিলা সকলের জন্য। আল কোরআনে অনেক সময় একই নির্দেশের অধীনে পুরুষ-মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। আবার পৃথক পৃথকভাবেও মহিলাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ তেমনি أَقِمْنَ الصَّلٰوةَ হে মহিলা সমাজ তোমরা নামায কায়েম কর। আবার যেমন বলা হয়েছে, وَآتِينَ الزَّكٰوةَ তেমনি وَآتُوا الزَّكٰوةَ- "হে মহিলারা তোমরা যাকাত আদায় কর" বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মেরাজ থেকে আসার পরে ঈদের জামাতে মহিলাদের কাছ থেকে ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে চাদরের এক মাথা ধরতে বলতেন ও অন্য মাথা নিজের কাছে রেখে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালাতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের লক্ষ্য করে বলতেন -

تَصَدَّقْنَ اِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ فِىْ اَهْلِ النَّارِ-

"হে মহিলারা নিশ্চয় আমি দেখে এসেছি দোযখের বেশীর ভাগ অধিবাসী হলো মহিলা। অর্থাৎ দোযখের আগুন থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর পথে খরচ কর।" জবাবে মহিলারা তাদের স্বর্ণ, অলংকার, টাকা পয়সা সেই চাদরে দান করে দিতেন। একটা

আল্লাহর পথে খরচ করলে মনের প্রশস্ততা বেড়ে যায় এবং সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারে। জনগণের প্রতি দয়ামায়া বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে সকলে উপকৃত হতে পারে। পরস্পর- পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

যার মাল তার পথেই খরচ করতে হবে

সূরা হাদীদ এর ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, তোমরা কেন আল্লাহর পথে খরচ করবে না ? অথচ আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক তো আল্লাহ।

মাল বলতে শুধু অর্থ বুঝায় না। ব্যক্তির অধীনে যে সকল শক্তির উৎস আছে তার সব কিছুই বোঝায়। যেহেতু এসবের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর , অতএব এসব কিছু আল্লাহর পথেই খরচ করতে হবে। তা না হলে আদালতে আখেরাতে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

যেহেতু অর্থ সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন সেহেতু তার কাজেই এটা খরচ করতে হবে। অর্থ এমন জিনিস যা কাছে থাকতে চায় না। যদি এসব অর্থ এমন সব পথে খরচ হয়ে যায় যা আল্লাহর পছন্দনীয় নয় তাহলে তাহবে ধ্বংসের কারণ। যদি কোন দেশে আল্লাহর আইন চালু না থাকে তাহলে সেখানে অর্থ হালাল পথে আয় করার যেমন সুযোগ থাকেনা তেমনি হালাল পথে খরচ করারও সুযোগ থাকে না। এজন্যই সে দেশে অর্থ সম্পদকে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানো প্রাথমিক দায়িত্ব। এ জন্যই তো বড় বড় সাহাবীগণ (রাঃ) দেশে আল্লাহর আইন যাতে শত্রু কর্তৃক উৎখাত হয়ে না যায় বরং তা সংরক্ষিত থাকে, তাদের অর্থ সম্পদের কেউ সম্পূর্ণ অংশ, কেউ অর্ধেক অংশ, কেউবা মুখের খাবারটুকুও আল্লাহর পথে খরচ করে গেছেন। তাদের অনুসরণে আজকেও আমাদের দেশের মুসলিম ভাইবোনদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে আল্লাহর দ্বীন।

নিয়মিত খরচই আল্লাহর পছন্দনীয়

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটি নিয়ম-শৃংখলার (order) মধ্যদিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সেভাবেই বসবাস করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবনে এবং সাহাবাদের জীবনে এ নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন।

নামায, রোজা হজ্জ, যাকাত সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক এবাদত একটি নিয়মের অধীনেই সম্পন্ন করতে হয়। এবাদত শারীরিক হোক অথবা আর্থিক হোক তা একটা

সূরা তওবা ৯৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

" এ বেদুইনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের উপর জোরপূর্বক চাপানো খাজনার মত মনে করে। মনের সন্তোষ ও তৃপ্তি সহকারে আখেরাতে লাভ ও আল্লাহর রহমত পাবে - মনে করে খরচ করে না। "

ছোট দানকেও অবহেলা না করা

ছোট বড় সকল দানের বিনিময় দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই দেখেন। পরিমাণে অল্প মনে করে দান থেকে বিরত হওয়া ঠিক নয়। ছোট হোক বড় হোক যে পরিমাণ খরচই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে আল্লাহ তার পুরস্কার দিবেন। সূরা তওবার ১২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, " আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে এবং যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে তা সবই তাদের নামে লিখা হয়। যেন আল্লাহ উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।"

صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً-

আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর - যদিও তা একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়েও হয়। (বুখারী-মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি তাকে দেননি এমন কখনও হয়নি। কোন যাঞ্চাকারীকে তিনি 'না' বলেননি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পদকে ধরে রেখনা। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তার নিয়ামতকে ধরে রাখবেন (বন্ধ করে দিবেন)। এক দিকে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এসে কেউ কিছু চাইলে তাকেও দিতে বলেছেন। আবার প্রয়োজন নেই অথচ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করলে কিয়ামতের দিন তার মুখে কোন গোশত থাকবে না বলে সতর্কও করে দিয়েছেন।

মনের সংকীর্ণতা থেকে বাঁচতে হবে

সূরা তাগাবুন ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

"তোমরা যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাক। শুন, আনুগত্য কর এবং ধন মাল খরচ কর এটা তোমার জন্যই কল্যাণকর, যে লোক নিজের মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেল, শুধু সেই কল্যাণ ও সাফল্য প্রাপ্ত হবে।

সোনা বা রূপার কথা মনে পড়েছিল যা আমাদের নিকট ছিল। আমার নিকট তা থাকা পছন্দ করেছিলাম না। তাই ওটাকে বিতরণ করে দেয়ার হুকুম দিয়ে এলাম। (বুখারী)

কাফের খরচ করে বাধা দেয়ার জন্য

যারা কাফের তারাও ধন সম্পদ খরচ করে- খোদার পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। অপরপক্ষে একজন মোমিন খরচ করে আল্লাহর পথে। শুধু আল্লাহর পথে শক্তি দিয়ে লড়াই করে তাই নয় -খরচও করে তার পথে। আল কোরআনে সূরা আনফাল ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ-

"নিশ্চয় কাফের ব্যক্তি আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির জন্য খরচ করে, আরো ভবিষ্যতে খরচ করতে থাকবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ চেষ্টা তাদের দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। তারা পরাজিত হবে ও তারও পরে কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিবেষ্টিত করে নিয়ে যাওয়া হবে।"

যেখানে আল্লাহর বিধান চালু নেই, যেখানে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে সেখানে আল্লাহর পথে মাল খরচের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী দেখা দেয়। বর্তমান সমাজে যেখানে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী নেই যেখানে ধর্ম নিরেপেক্ষবাদী, সমাজবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি দ্বীনের পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সেখানে আল্লাহর পথে মাল খরচের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কি হতে পারে ? আল্লাহর দুশমন যদি আল্লাহর আইন বাধা দেয়ার জন্য অর্থ খরচ করে তবে আল্লাহর বান্দা সে আইন চালু করার জন্য অর্থ খরচ করবে না এটা হতে পারে না ।

মুনাফিকরাই আল্লাহর পথে ব্যয় বন্ধ করে

সূরা মুনাফিকুন ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন , "এরা সেই লোক যারা বলে রাসুলের (সাঃ) সঙ্গী সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করে দাও যেন তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অথচ আসমান যমীনের সমস্ত ধনভান্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহই, কিন্তু এই মুনাফিকরা বুঝে না।"

عشر শব্দ থেকে عشر শব্দটির উৎপত্তি। আরবী ভাষায় عشر মানে দশ, আর عشر মানে দশ ভাগের এক ভাগ। ওশর হলো জমি থেকে উৎপন্ন ফসল ফলাদির যাকাত অর্থাৎ ফসলের যাকাতের নামই ওশর।

উল্লেখ্য যে, ওশর হলো উৎপন্ন ফসল থেকে মাড়ায়ের দিনে বের করা একটি ফরজ। আর যাকাত হলো পূর্ণ এক বছর ধরে ঘরে জমা থাকা নেসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে বের করা একটি ফরজ। ওশর এর হার হলো উৎপন্ন ফসল থেকে দশভাগের একভাগ অথবা বিশ ভাগের একভাগ। বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে দশ ভাগের একভাগ এবং সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলে বিশ ভাগের একভাগ। আর যাকাতের হার হলো চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ।

যাকাত এর জন্য নেসাব হলো সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা সমমূল্যের সম্পদ এক বছর ধরে থাকা।

ওশর এর নেসাব (যদিও ইমাম আবু হানিফা নেসাব মানেন না, কম হোক বেশী হোক যে পরিমাণই হোক ওশর দিতে হবে) পাঁচ অসাক। হেজাজী মাপে এর নেসাব প্রায় বিশ মণ আর এক মতে সাড়ে আঠাশমণ।

যাকাত এক বছর থাকার পর বের করতে হবে আর ওশর ফসল মাড়ায়ের দিনেই বের করতে হবে। যাকাত ও ওশর ইসলামী অর্থনীতির দুটি মজবুত খাত। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য এ দুটো খাতকে জীবন্ত না রাখলে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা অসম্ভব। যাকাত বন্টনের খাত ও ওশর বন্টনের খাত সূরা তওবার ৬০ নং আয়াত অনুযায়ী ৮টি খাতে দিতে হয়।

ওশর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

ইসলামী আইন কানুন চালু না থাকায় জীবনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভুল ধারণার জন্ম হয়। ভুল ধারণা দীর্ঘ দিন সময় পেয়ে তার শিকড় মজবুত করে ফেলে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পেয়ে তা ফুলে ফলে শোভিত হতে থাকে। এমন কি ইসলামী রং চং

ওশর ও যাকাত

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ধনী আহলে নেছাব লোকদের জন্য যাকাত ফরজ করেছেন। নামায এর পরই যাকাত ফরজ করেছেন। আল কোরআনে নামায ও যাকাত প্রায় অধিকাংশ জায়গায় একই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নামাযের পর যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। এ পবিত্রতা ব্যক্তির সম্পদের পবিত্রতা যেমন তেমনি তার নিজেরও পবিত্রতা। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রেরও পবিত্রতা বুঝায়।

যার ধন সম্পদ আছে অথচ আল্লাহর পথে খরচ করে না তার অন্তর হয় সংকীর্ণ ও স্বার্থপর। যার ফলে সে খালিসভাবে না পারে আল্লাহর কোন কাজ করতে, না পারে সমাজ, জনগণ বা রাষ্ট্রের কোন কাজ করতে। এমন ব্যক্তির দিল নাপাক এবং তার সকল ধন সম্পদ ও নাপাক।

কারো মালিকানায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ এক বছর কাল অতিবাহিত হলে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে। অনুরূপ কারো মালিকানায় সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা এক বছর কাল অতিবাহিত হলে তারও শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকা জরুরী নয় বরং যদি কারো মালিকানায় সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্য পরিমাণ টাকা এক বছর ধরে জমা থাকে তবে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। বর্তমান ওজন ব্যবস্থায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের ওজন ৮৫ গ্রাম।

আল্লাহর পথে মাল খরচ করার মধ্যে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। এ দৃষ্টিকোন থেকে যাকাত ফাঁকি দেয়ার মানসিকতা পরিহার অর্থাৎ কিভাবে যাকাত দেয়া থেকে মাফ পাওয়া যায় সেই দিকে না গিয়ে কিভাবে আল্লাহর আর একটি নির্দেশ মানার সুযোগ লাভ করা যায় এ মানসিকতার দিকে অগ্রসর হতে হবে।

আল্লাহর বিধান সমাজে জারি করার জন্য এ ধরনের লোক দরকার এবং যে সমাজে আল্লাহর বিধান জারি করার চিন্তা থাকবে সে সমাজে এ ধরনের নাগরিক সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতে হবে। তাদেরকে এভাবে মোটিভেট করতে হবে যে কিভাবে আর একটি ফরজ কাজ আদায় করে নেকী অর্জন করতে পারি।

সমাজের প্রায় অর্ধেক অংশই নারী। পুরষ ও মহিলা উভয়কেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে। মহিলাদের কাজ মহিলা সমাজের মধ্যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকেই করতে হবে। আমাদের দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে পেতে হলে পুরুষের কাজের সাথে সাথে মহিলাদেরকেও তাদের অর্থশক্তিসহ এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় সংসেদ আল্লাহর আইন বিজয়ী করার জন্য খরচ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সময় ইসলামী শক্তি ও কুফরী শক্তির সম্মুখ লড়াই অনুষ্ঠিত হতো এবং যে দল জয় লাভ করত সে দলের আদর্শ মোতাবেক দেশ চলত। বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে দেশে চালু আছে সে দেশের আইন সভা বা জাতীয় সংসদ দ্বারা দেশের আইন নির্ধারিত হয়। সে হিসাবে গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনী পদক্ষেপকে জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়। বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করে যেমন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সেই ভূখন্ডে আল্লাহর আইন চালু করে ছিলেন তেমনি আজকে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বিজয় লাভ করার মাধ্যমে আল্লাহর আইন চালু করা সম্ভব। সে হিসাবে আজকে জাতীয় সংসদে আল্লাহর আইনকে বিজয়ী করার জন্য মাল খরচ করা জিহাদের জন্য মাল খরচ করার মধ্যে গণ্য হতে পারে। তাই আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনী জিহাদে মাল খরচ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

নীতিমালা সামনে রাখতে হবে

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিম্নের পাঁচটি মূলনীতি সামনে রেখে খরচ করতে হবেঃ-

এক ঃ সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ

দুই ঃ হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন করতে হবে

তিন ঃ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না

চার ঃ ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার থাকবে

পাঁচ ঃ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কাটাই মাড়াই করার সংগে সংগে বের করে দিতে হবে। দ্বিতীয় মতটিতে বলা হয়েছে ফসল পাকার পর আদায় করতে হবে। তৃতীয় মতটি হলো কাটাই মাড়াই সম্পূর্ণ হবার পর পরিমাপ করতে হবে এবং তখন ওশর বের করতে হবে।

উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে এটা সুস্পষ্ট যে ফসল কাটাই মাড়াই করে ওশর বের না করে গোলা বা কুঠীতে জমা করা যাবে না। ফসল কাটতে হবে, মাড়াই করতে হবে এবং হিসাব করে ওশর বের করে দিতে হবে। লক্ষনীয় যে এখানে ওশর বের না করাকে সীমা লংঘন বলা হয়েছে। অতএব যারা ওশর বের করে না তারা সীমা লংঘনকারী।

বেহিসাবে ওশর দিলে ওশর আদায় হয় না

আমাদের সমাজে কিছু ধারণা এমন আছে যে ফসল কাটাই মাড়াই করে গোলাজাত করে ফেলে এবং ফকির মিসকিনকে অল্প করে দিতে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে মনে করে যে, ওশর দেয়া হয়ে গেল। কেউ তো এভাবে বলে যে যা দেয়া হচ্ছে তা ওশর এর চেয়ে বেশী দেয়া হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে জেনে রাখতে হবে হিসাব করে ওশর বের না করলে এবং দান করতে করতে সব শেষ করেও ফেলে তবুও তার ওশর আদায় হবে না। যেহেতু সে হিসাব করে ওশর বের করেনি সেহেতু সে আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করেছে এবং রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশ ও লংঘন করেছে। কুরআন সুন্নাহর বিধান লংঘনকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সাঃ) এর বিধান অনুযায়ী সময়মত ও পরিসংখ্যানমত নামায আদায় না করে যদি এক সাথে কোন সময়ে দিনের সকল নামায আদায় করে তবে তার নামায আদায় হবে না। রাসূল (সঃ) যখন যে পরিমাণ এবং যে ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন তখন, সে পরিমান ও সেভাবে তা আদায় করতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান।

ওশর একটি ফরজ আর্থিক এবাদত

ওশর একটি আর্থিক এবাদত। আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানার নামই এবাদত। অর্থনৈতিক হুকুম মেনে চলা একটি আর্থিক এবাদত। যেহেতু আল্লাহ ওশর বের করার হুকুম দিয়েছেন,অতএব এটি ফরজ এবাদত।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময় অর্থনৈতিক এবাদত যাকাতকে অস্বীকার করে কিছু লোক তা দিতে নারাজ হয়েছিল। ইতিহাসে এদেরকে মুনকেরীনে যাকাত বা যাকাত অস্বীকারকারী বলা হয়েছে।

তোমাদের জমি হতে যে ফসল উৎপন্ন কর তা হতে তোমরা ব্যয় কর।"

আয়াতটিতে দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে একটি যাকাত ও অপরটি ওশর। যাকাত দিতে হবে পবিত্র উপার্জন থেকে আর ওশর দিতে হবে জমি থেকে উৎপন্ন ফসল হতে। যেহেতু এখানে খরচ করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ (Direct order)দেয়া হয়েছে সেহেতু যাকাত ও ওশর দুটিই ফরজ। এখানে ওশর প্রসংগে জমির কেবল উৎপন্ন ফসলই নয়, জমির গভীরে লুকায়িত ধন সম্পদ, খনি তেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ফরজ এর কথা বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে আল্লাহর হক আদায় করার সুস্পষ্ট নীতিমালা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন শুধু তাই নয় বাস্তবায়ন করেও দেখিয়ে গেছেন। আর একটি আয়াত সুরা আনয়াম এর ১৪১ নং আয়াত। এখানে আরো পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ-

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ- وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- (الانعام ١٤١)

"তোমরা গাছের ফল-ফসল থেকে খাও যখন উহা ফল ফসল দিবে। এবং উহার হক আদায় করে দাও উহার কাটায় মাড়াই -এর দিনেই । এ ব্যাপারে সীমা লংঘন কর না কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

উল্লেখ্য যে আয়াতটিতে প্রথমেই ফসলের মালিককে খাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যিনি ফসল ফলাবেন তাঁর প্রথম অধিকার তিনি তা থেকে খাবেন। দ্বিতীয়তঃ উহার হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফসল মাড়ায়ের দিনে ওর হক বলতে ওশর প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ এখানে প্রত্যক্ষ নির্দেশ (Direct order)দিয়েছেন সেহেতু ফসলের ওশর দেয়া নিঃসন্দেহে ফরজ। আর একটি কথা ফলমূলেরও ওশর বের করার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের দেশের ফলের ওশর বের করার জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

এই আয়াতে কি পরিমাণ হক আদায় করতে হবে তা বলা হয় নাই। এ ব্যাপারে পরিমাণ ও আদায়ের নিয়ম রাসুলে করীম (সাঃ) নিজে হাদিসের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। এ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তা হচ্ছে ওশর বের করার সময়। এ ব্যাপারে তিনটি মত তফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন। একটি মত হলো ফসল

মেখে ইসলাম বিরোধী কাজটি ইসলামী কাজরূপে অবাধে চলতে থাকে। কোরআন হাদিসের জ্ঞান ঠিকমত না থাকার কারণেই এ ভুল ধারণা বাসা বাঁধতে থাকে।

ওশর সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন ইসলামী রাষ্ট্র হলেই কেবল ওশর দিতে হবে। যতদিন ইসলামী রাষ্ট্র না হবে ততদিন এ ফরজ থেকে তারা মুক্ত। এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামী রাষ্ট্র না হয়ে যদি নামায পড়তে হয়, যাকাত দিতে হয়, তবে কেন ওশর দিতে হবে না? আল্লাহর নির্দেশ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ বলে যেমন নামায কায়েম ফরজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বলে যেমন যাকাত ফরজ তেমনি وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ বলে ফসল মাড়ায়ের দিনে ওশর আদায় করা ও ফরজ।

ওশর সম্পর্কে কেউ বলেন যেহেতু সরকার জমির খাজনা বা Tax নেয় তাই ওশর দেয়া লাগবে না। এখানে চিন্তা করা দরকার জমির Tax দেয়া মানুষের নির্দেশ, আর জমির উৎপন্ন ফসলের ওশর দেয়া আল্লাহর নির্দেশ। আমরা কার নির্দেশ মানবো মানুষের নিদেশ, না আল্লাহর নির্দেশ ? মুসলমান হলে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে হবে। যেমন Income tax দিলে যাকাত মাফ হয় না, যাকাত ফরজ থেকেই যায় তেমনি জমির Tax দিলেও ওশর মাফ হয় না, ওশর দিতেই হবে।

আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে কোন জুলুম নেই, কিন্তু মানুষের নির্দেশের মধ্যে জুলুম আছে। যেমন জমিতে ফসল হলে ওশর দাও ফসল না হলে কোন ওশর নেই কিন্তু ফসল না হলেও Tax দিতে হবে। অনেক সময় গরীব মানুষ ঘরের ঘটিবাটি বিক্রি করে সুদ সহ Tax দিতে বাধ্য হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা জুলুম।

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের ওশর ফরজ

আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকার ২৬৭ নং আয়াতে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ (البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদার লোকেরা , তোমাদের পবিত্র উপার্জন হতে খরচ কর এবং

لَا تَأْخُذُوْا الصَّدَقَةَ اِلَّا مِنْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

এ চার ফসল ছাড়া অন্য কিছুতেই সাদকা (ওশর) গ্রহণ করবে না- যব, গম, কিশমিশ ও খেজুর। (মুসতাদরাক হাকেম)

আবার হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দারকুতনী ও ইবনে মাজা গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে-

اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالذُّرَّةِ-

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) গম, যব, খেজুর কিশমিশ ও দানা শস্যের উপর যাকাত (ওশর) চালু করেছিলেন। এ সমস্ত হাদিস থেকে শস্য এবং ফল উভয়ের উপরই ওশর ধার্য করার কথা প্রমাণিত হয়।

ইমাম আহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেছেন, "যেসব ফল ফলাদির স্থিতি আছে সহসা পচে যায়না কেবল তার উপরই ওশর ফরজ হয়। এ হিসাবে আমাদেরর দেশের ফল নারিকেল, পেয়ারা, কাঠাল, আনারস, পেপে, আম ইত্যাদি ফল থেকে ওশর বের করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

দাওয়াতের সাথেই ওশর- যাকাত এর নির্দেশ পেশ

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে মানুষকে তার গোলামী স্বীকার করে নেয়ার আহবান জানিয়েছেন। ঈমানদার ব্যক্তিকে নামাযের দাওয়াতের সাথে সাথে যাকাতের দাওয়াত ও পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ، নামায কায়েম কর, যাকাত দাও একই সাথে বলে দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ শারীরিকভাবেই শুধু নয়, আর্থিক নির্দেশসহ সকল নির্দেশ মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। আবার তার দ্বীন কায়েমের জন্য যে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে প্রথমে মালের কুরবাণীর জন্যই আহবান জানানো হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য নিয়োগ করার সময় তাদের কাছে ওশর যাকাত আদায়ের কথাও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলে দিয়েছিলেন।

কি পরিমাণ ফসল হলে ওশর দিতে হবে

পবিত্র কোরআনে ফসলের ওশর বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ হলে ওশর ফরজ হবে তা বলে দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে জমি থেকে যা উৎপন্ন কর তা থেকেই ফসল মাড়ায়ের দিনেই তার হক বের করে দাও। আল কোরআনের সূরা বাকারা ২৬৭ নং আয়াতে ১৪১ নং আয়াতের দলিল অনুযায়ী ফসল ফলাদির পরিমাণ যাই হোক না কেন ওশর দিতে হবে।

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসা গ্রন্থে উল্লেখিত একটি হাদিস আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে-

لَيْسَ فِيْمَا خَمْسَةَ اَوْسَقٍ مِنْ تَمَرٍ وَلَا حَبٍ صَدَقَةٌ-

পাঁচ অসাক খেজুর বা বীজ দানার কম পরিমাণে ওশর নেই। হিজাজী ওজন অনুযায়ী পাঁচ অসাক সমান প্রায় বিশ মণ। অন্য বর্ণনায় প্রায় সাড়ে আঠাশ মণ। আলোচ্য হাদীসের আলোকে যার অন্ততঃ বিশ মণ ফসল উৎপন্ন হবে তাকে ওশর দিতে হবে।

পরিমাণ যাই হোক ওশর দিতে হবে

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) জমির ফলাদিতে কোন নূন্যতম পরিমাণ মানেন না । জমি থেকে যাই উৎপন্ন হোক এবং যে পরিমাণই উৎপন্ন হোক তা থেকে ওশর বের করে দিতে হবে। দুঃখজনক হলো যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতের অনুসারীগলের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ওশর আদায়ের ব্যাপারে পিছনে রয়ে গেছেন। আরো একটি বিষয় তা হলোঃ যেসব হাদিসে পাঁচ অসাক নেসাবের উল্লেখ আছে. ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর বক্তব্য হলো উহা ব্যবসায় পণ্যের যাকাতের নেসাব।

ফলের ওশর আদায়

হযরত আবু মুসা ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণিত, রাসুলে করীম (সাঃ) যখন তাদের দু'জনকে ইয়েমেনের লোকদিগকে দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন তখন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন -

হযরত আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর একটি ফরজ অস্বীকার কারীদেরবিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সময় যারা যাকাত দিয়েছিল তারা যদি আজ একটা উটের রশির যাকাত দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের মাথা কেটে ফেলা হবে।

ওশর বের করার দুটি নিয়ম

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির ফসলে ওশর দশ ভাগের এক ভাগ, আর সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সিক্ত জমির অর্ধ ওশর বিশ ভাগের একভাগ।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সমস্ত উৎপাদনশীল জমি আল্লাহর আসমানের বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত হয় কোন রকম সেচ কার্যের প্রয়োজন হয় না এমন জমি থেকে যে সকল ফসল পাওয়া যাবে তার দশভাগের একভাগ ওশর দিতে হবে। কোন রকম কার্পণ্য করা চলবে না। মনে রাখতে হবে ফসল মাড়ায়ের দিনেই ওশর বের করে দিতে হবে।

আর যে সমস্ত জমি অতিরিক্ত সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সিক্ত করতে হয়, পানি সেচ না দিলে জমিতে ফসল হয় না সে সমস্ত জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধ- ওশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়।

এ হাদিস অনুযায়ী জমিকে দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। যে সমস্ত জমিতে আসমানের বৃষ্টি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয় সে গুলোতে দশভাগের একভাগ ওশর দিতে হবে। বাকী যে সমস্ত জমিতে সেচ ব্যবস্থা ছাড়া ফসল হয় না যেমন আমন ধানের জমি ইরি বোরো ধানের জমি- এগুলোতে বিশ ভাগের একভাগ নেসফে ওশর দিতে হবে। এসব জমিতে যদি কখনও ঠিকমত আসমানের পানি দ্বারাই ফসল হয়ে যায় সেচ ব্যবস্থা না লাগে তবে তখন দশ ভাগের একভাগ ফসল বের করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর খরচ করার নমুনা

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে মদীনার কালো কংকরময় প্রান্তরে হাঁটছিলাম। অতঃপর ওহুদ পাহাড় আমাদের সামনে আসলে তিনি বললেন, " হে আবু যার।" আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমি আপনার খেদমতে হাজির আছি। তিনি বললেন, এ ওহুদ পরিমাণ সোনাও যদি আমার কাছে থাকে, তবু আমি খুশি হবো না। কেননা তিন দিন ও অতীত হবে না যে আমার কাছে তা থেকে ঋণ আদায়ের অংশ ছাড়া এক দীনার ও অবশিষ্ট থাকবে। বরং আমি আল্লাহর বান্দাহদের মাঝে এভাবে এভাবে ও এভাবে, ডানে বায়ে এবং পিছনে খরচ করে ফেলব। (বুখারী মুসলিম শব্দ গুলো বুখারী শরীফ থেকে গৃহীত)

আবু করীম মিকদাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের ভরা পেটের চেয়ে খারাপ পাত্র নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্য কয়েকটি গ্রাসই যথেষ্ট। এর চেয়েও কিছু ভরা যদি প্রয়োজন হয় তবে তিনভাগে ভাগ করে নেবে। এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য, বাকী এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাস চলাচলের জন্য রেখে দেবে। (তিরমিযি)

সূরা আল হাদীদ ও আল্লাহর পথে খরচ

কুরআন মাজিদের একটি সূরা আল হাদীদ যে সূরায় মাল খরচ করার জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কথা বলা হয়েছে। সূরাটি ব্যাখ্যা করার পর আল্লাহর পথে খরচ সংক্রান্ত নিম্নের বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ-

(এক) কোন ঈমানদার আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। অর্থ সম্পদ এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তার প্রতিনিধি হিসেবে অর্থ ব্যয় করার অধিকার দেয়া হয়েছে মাত্র। গতকাল এ অর্থ সম্পদ অন্যের দখলে ছিল, আজ তোমার দখলে এসেছে আগামিকাল অন্যের দখলে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত তা আল্লাহর নিকট থেকে যাবে। তোমার মাল ততটুকু যতটুকু তোমার মালিকানার সময় আল্লাহর কাজে লাগিয়ে খরচ করেছ।

(দুই) কুফরী শক্তি বিজয়ী থাকার সময় মাল খরচ করে কুফরী শক্তি খতম করে দ্বীন বিজয়ের চেষ্টা সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় কাজ। ইসলামের দুর্বল অবস্থায় যারা দ্বীন বিজয়ের জন্য খরচ করে তাদের যে মর্যাদা দ্বীন বিজয়ের পরে খরচকারীদের মর্যাদা এক হতে পারে না।

(তিন) দ্বীন বিজয়ের জন্য যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা হবে তা আল্লাহর কাছে ঋণদান সমতুল্য হবে। আল্লাহ তা কয়েকগুণ বেশী বৃদ্ধি করে সওয়াবসহ ফেরত দিবেন।

যাকাত বিভাগীয় কর্মচারীর খাত, মন জয়করা খাত, কয়েদী মুক্ত খাতসহ অন্যান্য যে সব খাত পাওয়া যাচ্ছে না বলে মনে হয় সে সব খাতের টাকা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লাগিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি আল্লাহর আইন মেনে চলার সুযোগ লাভ করা যেতে পারে।

স্মরণ রাখতে হবে

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিম্নের কথাটি মনে রেখে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মাল সংগ্রহের ব্যাপক অভিযানে নেমে পড়তে হবে ঃ-

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِكُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِكُمْ-

"তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ কর এবং তোমাদের গরীবদের মধ্য বন্টন কর।"

عَنْ حُذَيْفَةَ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِى النَّفَقَةِ-

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহর পথে খরচ কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।..." এ আয়াতটি(আল্লাহর পথে) খরচ করার বিষয়ে নাযিল হয়েছে। (বুখারী)।

দানের ক্ষেত্রে হিংসা করাও যায়

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী(সাঃ) বলেছেন 'দুজন লোক ছাড়া কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হচ্ছে সেই লোক যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যোগ্যতাও দিয়েছেন। অপরজন যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও বিচার শক্তি দিয়েছেন যার সাহায্যে ফায়সালা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী মুসলিম)।

এখানে অন্যের সুখ সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যাক এরূপ কামনা করা অর্থে হিংসা ব্যবহৃত হয় নাই। বরং অন্যের সুখ সমৃদ্ধির ধ্বংস কামনা না করে তার মত আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক- এখানে এ অর্থেই হাদিসে বলা হয়েছে।

কুরআন হাদিস ও সাহাবাদের আমল থেকে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে একজন লোককে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার সময় আর্থিক এবাদতের জন্য আহবান পেশ করতে হবে।

তাই যারা দায়ী ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত তাদের এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পেশ করতে হবে। একটা বিষয় খেয়াল করা দরকার যে ব্যক্তির কাছে দাওয়াত পেশ করছি তার অর্থগুলো শয়তানের পথে খরচ হয়ে যাচ্ছে।। যত শ্রীঘ্র তার অর্থ আল্লাহর পথে খরচ হতে পারবে তত শীঘ্র সে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে। আর তার অর্থ কুরবাণীর সওয়াব এর সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ দাওয়াত দানকারীকেও দিবেন। অতএব দাওয়াত দেয়ার সময় মাল কুরবাণীর দাওয়াতও দিতে হবে।

যে খাতে অর্থ খরচ করতে হবে

সূরা তওবার ৬০নং আয়াতে বলা হয়েছে তাতে আট শ্রেণীর লোকের উল্লেখ আছে ঃ

১। ফকীর ঃ খুবই টানাটানির ভিতর দিয়ে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়।

২। মিসকীন ঃ যাদের অবস্থা আরও খারাপ এবং পরের নিকট হাত পাততে লজ্জা বোধ করে।

৩। যাকাত বিভাগের কর্মচারী ঃ যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে।

৪। মন জয় করা ঃ ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি অথবা ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করার জন্য মন রক্ষা করার খাতে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

৫। গোলাম ও কয়েদীদের মুক্তিদান- এর কাজে টাকা দেয়া যাবে।

৬। ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধ করার খাতে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

৭। আল্লাহর পথে - অত্যন্ত ব্যাপক শব্দ যা প্রতিটি নেক কাজেই যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। বিশেষভাবে এর অর্থ হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে সাহায্য করা। আল্লাহর বিধান চালু করার সংগ্রামে অর্থ সাহায্য করাই আসল অর্থ।

৮। পথিক প্রবাসী ঃ অভাবগ্রস্ত পথিক বা প্রবাসীকে যাকাতের টাকা দিতে হবে। রাষ্ট্র প্রধান সকলের নিকট থেকে আদায় করে সমষ্টিগতভাবে খরচ করবেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র না থাকার কারণে সঠিকভাবে যাকাত-ওশর আদায় ও বন্টন হতে পারছে না। তাই আল্লাহর আইন চালু করার সংগ্রামের খাতের (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর খাতের) উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি আল্লাহর উপরোক্ত নির্দেশটি (আয়াতটি) আমল করা যায়।

সূরা আলফাতির ঃ- ২৯ (আল্লাহর পথে খরচ করাতে কোন লোকসান নেই)

সূরা ইয়াসীন ঃ- ৪৭ = (কাফেররা বলে কেন তাদের জন্য খরচ করব যাকে আল্লাহ খাওয়াতে পারেন)

সূরা আশশুরা ঃ- ৩৮ = (তারা পরামর্শ করে কাজ করে ও আল্লাহর পথে খরচ করে)

সূরা মুহাম্মাদ ঃ- ৩৮ = (আল্লাহর পথে খরচে কাপর্ণ্য নিজের সাথে কার্পণ্যের সামিল)

✡ সূরা আল হাদীদ ঃ- ৭, ১০

✡ সূরা আল মুনাফেকুন ঃ-৭, ১০

সূরা আত তাগাবুন ঃ- ১৬ = (যতদূর সম্ভব খরচ কর)

বিঃ দ্রঃ তারকা চিহ্নিত সাতটি সূরায় একাধিক আয়াত রয়েছে- যেখানে আল্লাহর পথে খরচ সংক্রান্ত বক্তব্য আছে। কলেবর বৃদ্ধি না করার লক্ষ্যে এবং পাঠক পাঠিকাদের কুরআন থেকে Direct জ্ঞান সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রেখে দেয়া হল।

সমাপ্ত

নির্দেশিকা

আল কুরআন থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে খরচ সংক্রান্ত আয়াত সমূহ এখানে দেয়া হল ঃ-

✡ আল কুরআন সূরা আল বাকারা ঃ- ৩, ১৯৫, ২১৫, ২১৯, ২৫৪, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪

সূরা আলে ইমরান ঃ- ১৭, ৯২, ১১৭, ১৩৪

✡ সূরা আন নিসা ঃ- ৩৪, ৩৮, ৩৯

✡ সূরা আল মায়েদা ঃ- ৬৪= (আল্লাহর হাত উদার, সে ভাবে ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন)

✡ সূরা আল আনফাল ঃ- ৩, ৩৬, ৬০,৬৩

✡ সূরা আত্তওবা ঃ- ৩৪, ৫৩, ৫৪, ৯১, ৯২, ৯৮, ৯৯, ১২১

সূরা আর রা'দ ঃ- ২২ = (তারা গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে)

সূরা ইবরাহীম ঃ- ৩১ = (তারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর পথে খরচ করে)

সূরা আননাহল ঃ- ৭৫ = (যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের উদাহরণ)

সূরা বনি ইসরাইল ঃ- ১০০ = (মানুষ এমন সংকীর্ণ আল্লাহর ধনভান্ডার পেলেও খরচ করত না)

সূরা আল কাহাফ ঃ- ৪২ = (তারা তাদের বাগানে যা খরচ করেছিল তার জন্য অনুশোচনা করল)

সূরা আল হাজ্ব ঃ- ৩৫ = (আল্লাহর স্মরণে দিল তাদের কাঁপে ও আল্লাহর পথে খরচ করে)

সূরা আল ফুরকান ঃ- ৬৭ = (তারা মধ্যম পন্থায় খরচ করে)

সূরা আল কাসাস ঃ- ৫৪ = (তারা খরচ করলে ডবল পুনস্কার পাবে)

সূরা আস সাজদা ঃ- ১৬ = (তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে ও আল্লাহর পথে খরচ করে)

সূরা আস সাবা ঃ- ৩৯ = (খরচ করলে আল্লাহ আরও বৃদ্ধি করে দেন)

(চার) আখেরাতের কঠিন অন্ধকারে নূর লাভ করবে সেই সব ভাগ্যবান ঈমানদার ব্যক্তি যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ব্যয় করেছে। যে সব মুনাফিক নিজেদের স্বার্থ দেখেছে কোন অর্থ ব্যয় করেনি তারা দুনিয়ায় মোমেনদের সাথে থাকলেও আখেরাতে আলাদা হয়ে যাবে এবং নূর পাবে না।

(পাঁচ) মুমিনদের দিল আহলে কিতাবদের দিলের মত পাথর কঠিন হওয়া উচিত নয়। যাদের দিল আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয় না, নাযিলকৃত মহাসত্যের কাছে অবনমিত হয়না তারা মোমিন হতে পারে না।

(ছয়) যারা কোনরূপ প্রদর্শনী ছাড়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে মাল খরচ করে তারা আল্লাহর নিকট সিদ্দিক ও শহীদ হিসাবে গণ্য হবে।

(সাত) আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে সংকীর্ণমনের পরিচয় দেয়া, অন্যকে কৃপণ হবার পরামর্শ দেয়া মুনাফেকী আচরণ।

(আট) দুনিয়ার জীবন ও সম্পদ কয়েক দিনের চাকচিক্য ও প্রতারণার সম্পদ মাত্র। অস্থায়ী সম্পদ খরচ করে স্থায়ী সম্পদ জান্নাতের পথ বেছে নাও।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন যাতে আমরা নিজেদের মাল কুরবান করতে পারি এবং মাল সংগ্রহ করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কামিয়াব করতে পারি। গরীব, দুঃখী, অসহায়দের মুখে হাসি ফুটাতে পারি- দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারি -- আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

"আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর এবং নিজের হাতে
নিজেকে ধ্বংশের মুখে নিক্ষেপ করো না।"

আল-কুরআন

"যে সমাজে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম নেই সেখানে আল্লাহর
পথে খরচের চেয়ে উত্তম খাত আর কিছুই নেই"